রাজনাথ সিং

সংসদ সদস্য (লোকসভা)

০১-১২-২০১৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

মণিপুরে মায়ানমার সীমান্ত নিয়ে কয়েকটা বিষয় আমি আপনার গোচরে আনতে চাই। মণিপুরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি চাওবা সিং বিষয়টা আমার নজরে এনেছেন।

১) স্বাধীন রাজ্য থাকাকালীন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল মণিপুরের। উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর , দক্ষিণে লুসাই পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল পূর্বতন মণিপুর রাজ্যের সীমানা। পূর্বে বার্মা ও পশ্চিমে অসমের কাছাড় জেলা।

২) ব্রিটিশ শাসন চলাকালীন মণিপুরের মানুষের মতামতের তোয়াক্কা না করেই ব্রিটিশদের সঙ্গে তৎকালীন বার্মা সরকারের বিভিন্ন চুক্তি সমপাদনের ফলে ক্রমশ সীমাবদ্ধ হতে থাকে মণিপুরের সীমানা। ১৮২৬ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারি ইয়ানডাবোর শান্তিচুক্তি ও ১৮৩৪ এর ৯ ই জানুয়ারি শুনিয়াছি ব্লকের কাবা উপত্যকায় যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল পূর্বদিকে মণিপুরের সীমানা সঙ্কুচিত হয়ে বর্তমান সীমানায় পরিণত হয়। এরফলে একই সমপ্রদায়ের বসবাসকারী প্রায় ১৭ টা গ্রাম দু দেশের সীমানার কাটাতাঁরে ভাগ হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত মণিপুরের মানুষের মনে এই কাঁটা রয়ে গেছে।

৩) ১৯৪৭ এর ১১ই অগস্ট ণণিপুরের মহারাজা ও ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ও ১৯৫০ এর ১৫ই অক্টোবর চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারতের অঙ্গ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃত হয় মণিপুর।এরপর থেকেই রাজ্যের সীমানা রক্ষার দায়িত্ব বর্তায় ভারত সরকারের উপর। ১৯৬৭ সালের ১০ মার্চ রেঙ্গুনে ভারত বার্মার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে নতুন করে সীমানা পুনর্বিন্যাস হয়। এবং চিরাচরিত সীমানা ধরেই আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারিত হয়। যাইহোক চুক্তি সই এর পর দুদেশের ম্যাপেই নতুন করে সীমানার পুনর্বিন্যাস করা হয়। ১৯৬৭ র ৩০শে মে দুদেশের প্রতিনিধিরা কিছু ভুল থাকলে তাও সংশোধন করে নেন।

৪) ১৯৭৫ সালের পাঁচই এপ্রিল রাজ্যের কোনও প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই প্রকৃত সীমানা পুনর্বিন্যাস হয়।এরপর থেকেই ভারত মায়ানমার সীমান্তে জটিলতার সূত্রপাত। তথ্য অনুযায়ী মণিপুরে ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তে ৯৮ টা সীমানা নির্ধারক পিলার তৈরির কথা। এরমধ্যে বেশ কয়েকটা এলাকাই বিতর্কিত। যেমন তুইভাং- মোলচেম, তামু- মোরে, চোরো খুনাও ইত্যাদি। সবমিলিয়ে ইন্দো মায়ানমার সীমান্তে মণিপুর সেক্টরে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার এলাকা আজ পর্যন্ত বিতর্কিত রয়ে গেছে। এর উপর বেশ কিছু বর্ডার পিলার বেপাত্তা হয়ে গেছে। মণিপুর সরকার ইন্দো-মায়ানমার চিরাচরিত সীমানা ধরে রাখার চেষ্টা করলেও বহু ক্ষেত্রে তার মিমাংসা হয়নি এখনও।

৫) দুটো পৃথক স্কেলে করা সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ছাপানো ইন্দো মায়ানমার সীমারেখাও দুরকম

ক) ১৯৭৩ এর টোপো শিট ম্যাপ ও খ) ১৯৭৬ এর টোপো শিট ম্যাপ

মণিপুরের মানুষ ভূখন্ডের সংহতি ও ভূখণ্ডের সীমানা নিয়ে খুবই সচেতন।কাবাও উপত্যকা বর্মায় চলে যাওয়ার যন্ত্রণা তারা এখনও বয়ে বেড়ায়। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সীমানার বিতর্কিত অংশগুলিতে বেড়া দেওয়ার কাজ চিরাচরিত সীমানার পরস্পর বিরোধী হতে পারে । এসব জেনেই বর্তমান সীমানা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন মায়ানমারের মানুষ। সীমান্তে উত্তেজনাও সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের ক্ষোভের আঁচ পেয়েই বিজেপির মণিপুর ইউনিট ২২শে অক্টোবর এলাকায় গিয়ে ঘটনার তদন্ত করে। প্রভাবিত গ্রামগুলিতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে অবিশ্বাসের এই বাতাবরণ দুর করতে কেন্দ্রকে এগিয়ে আসতে হবে । এবং ইয়াংগোপোকপি লোকচাও স্যাংচুয়ারির ভেতর দিয়ে যে ৪ কিলোমিটার সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে তা বন্ধ করতে হবে। তাই বিজেপি মনে করে জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রকে যা করতে হবে তা হল----------

১) এখনি সীমানায় বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ করতে হবে। কারণ চিরাচরিত সীমানা ধরলে ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রচুর জমি মায়ানমারে ঢুকে গেছে। এখন যে জায়গায় বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে তার অধিকাংশই বিতর্কিত। এরফলে ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রচুর জমি মায়ানমারে চলে যাচ্ছে। ইয়াংগোপোকপি লোকচাও স্যাংচুয়ারি একটা অন্যতম বায়োডাইভার্সিটি স্পট। এটাকে রক্ষার দায়িত্বও এড়িয়ে যাওয়া যায়না।

২) যত দ্রুত সমভব মণিপুরের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই চিরাচরিত সীমানা মাথায় রেখে বিতর্কিত অংশের সীমানা নির্ধারণ করা দরকার। এসও আই এর ম্যাপে ছাপানো সীমানা সংশোধন করা দরকার।

৩) আন্তর্জাতিক রীতি মেনেই নতুন করে সীমানা নির্ধারণ করা জরুরী। এর জন্য দুদেশেই সীমানা থেকে ১০ কিলোমিটার জমি ফাঁকা রাখা ও ২০ মিটারের নোম্যানস ল্যান্ড তৈরি দরকার। নয়তো সঠিক সীমানা নির্দারণ যা ত্রিপুরা সেক্টরে ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তে হয়েছে তেমন করা জরুরী।

৫) একটা কমিটি তৈরী করা খুবই জরুরী যারা সীমানার বিভিন্ন ল্যান্ডমার্ক যেমন নদী ইত্যাদি চিন্হিত কতে পারে যাতে সীমান্ত রক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি করা যায়।

আমি আশা করি এই সমস্ত দাবি কেন্দ্র বিচার বিবেচনা করবে ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

রাজনাথ সিং

প্রতি

ডঃ মনমোহন সিং

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি